ফেনী

কোন্দলে বিএনপি সংকটে আওয়ামী লীগ

রিপোর্ট : **মঈন শামীম**

এক সময় সন্ত্রাসের জনপদ হিসেবে পরিচিত ফেনীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন অনেকটাই শান্ত। তবে জেলার তিনটি আসনেই বড় দুই দলই অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত। যা জেলা কমিটি থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ উভয় দলেই গ্রুপিং-লবিং বাড়ছে। সেই সঙ্গে দলীয় কোন্দল-উত্তেজনা দিনদিন তীব্রতর হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে কোথাও কোথাও বিস্ফোরণের আশংকাও মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। সরেজমিনে ফেনীতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজন ও রাজনৈতিক কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে আলাপ করে এসব তথ্য জানা যায়।

সরকারি দল বিএনপি ইতিমধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক গ্রুপে আছেন প্রধানমন্ত্রীর ভাই মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দার এমপি আর অপর গ্রুপে ভিপি জয়নাল এমপি ও মোশাররফ হোসেন এমপি। প্রকাশ্য কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে দুই গ্রুপই ফেনীতে বড় ধরনের শো-ডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ভুগছে নেতৃত্ব সংকটে। আওয়ামী লীগের বহুল আলোচিত-সমালোচিত নেতা সাবেক সাংসদ জয়নাল হাজারীর অবর্তমানে গত চার বছরে এখানে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে ওঠেনি। দলীয় কর্মকান্ডেও গতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়নি। ২০০১ সালে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোটের সরকার জয়লাভের সময় থেকেই জয়নাল হাজারি আত্মগোপনে রয়েছেন। তার ক্যাডার বাহিনীও এখানে, ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তবে আগামী বছর নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন হলেই জয়নাল হাজারী আবার সদলবলে ফেনীর রাজনীতিতে ফিরে আসবেন, তৎপর হবেন বলে শোনা যাচ্ছে। এমন আশাতেই রয়েছে হাজারীর বিতর্কিত ক্লাস কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি। এদিকে হাজারী না থাকায় আওয়ামী লীগের সমর্থক কিছু শিল্পপতি শীতের অতিথি পাখির মতো ফেনীর রাজনীতিতে বিচরণ শুরু করেছেন।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দলীয় কোন্দল ও গ্রুপিং-লবিং মিটিয়ে ফেলার পাশাপাশি প্রার্থী মনোনয়নের ওপরই আগামী নির্বাচনে ফেনীর তিনটি আসনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের জয়-পরাজয় নির্ভর করছে বলে মনে করা হয়। তবে কোন্দলের মধ্যেও এখন পর্যন্ত প্রার্থী সম্ভাবনায় বিএনপি এগিয়ে রয়েছে।

ফেনী-১

পশুরাম, ফুলগাজী ও ছাগলনাইয়া উপজেলার সমন্বয়ে গঠিত এই আসন। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ১ লাখ ৩ হাজার ১৪৯ ভোট পেয়ে এই আসনে নির্বাচিত হন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের লে. কর্নেল (অব.) জাফর ইমাম ৬৬ হাজার ৩৮৬ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। ওই নির্বাচনে মোট ৫টি আসন থেকে নির্বাচিত হওয়ায় বেগম খালেদা এটিসহ ৪টি আসন ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে এই আসনের উপনির্বাচনে তার ভাই মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বরাবরের মত আগামি নির্বাচনেও এ আসন থেকে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া প্রার্থী হতে পারেন। কিন্তু তিনি যদি ফেনী-২ (সদর) আসনে প্রার্থী হন তাহলে ভাই মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দারই হবেন এখানকার প্রার্থী।

এ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে কয়েকজনের তৎপরতার কথা শোনা যাচ্ছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রটোকল অফিসার আলাউদ্দিন নাসিম, এনসিসি ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ এম ওয়াজিউল্লাহ ভূঁইয়া ও ঢাকা মহানগর আওয়ামী যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীও আওয়ামী লীগ থেকে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা যায়। দলীয় প্রধান শেখ হাসিনার বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসেবে তিনি মনোনয়ন পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে তিনি এমপি হলে মন্ত্রী হবেন এমন সম্ভাবনার কথা শুনিয়ে তার পক্ষে ভোট টানা তুলনামূলক সহজ হবে। এ আসনে গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে লে. (অব.) কর্নেল জাফর ইমাম নির্বাচন করলেও পরে

অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন

আকরাম হোসেন হুমায়ুন

মেজর (অব:) সাইদ এস্কান্দার

এলাকার সঙ্গে তেমন একটা যোগাযোগ রাখেননি বলে অভিযোগ আছে।

এ আসনে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকেই মনে করা হয় সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থী। তিনি নির্বাচন না করলে বিএনপির প্রার্থী মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দার সম্ভাবনার মধ্যেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হবেন ।

ফেনী-২

জেলা সদরকেই নিয়ে এ আসন। গত নির্বাচনে চারদলীয় জোটের মনোনয়নে এ আসনে নির্বাচিত হন ভিপি জয়নাল খ্যাত অধ্যাপক জয়নাল আবেদিন। তিনি পান ১ লাখ ১৪ হাজার ৯৭৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের জয়নাল আবেদিন হাজারী ৪৭ হাজার ৯৫৩ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। বর্তমান সাংসদ হিসেবে ভিপি জয়নাল স্বাভাবিকভাবেই মনোনয়ন চাইবেন। তবে দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার ভাই সাঈদ এস্কান্দারের সঙ্গে কোন্দলে জড়িয়ে পড়াটা তার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে। নেতা-কর্মীদের কাছেও এবার তিনি বিতর্কিত হয়ে আছেন। এই অবস্থায় বিকল্প প্রার্থী হিসেবে ফেরদৌস আহমেদ কোরেশী ও শিল্পপতি আবদুল আউয়াল মিন্টুর নাম শোনা যাচ্ছে। কোন্দল না মিটলে কিংবা যুৎসই প্রার্থী দিতে না পারলে শেষ পর্যন্ত বেগম খালেদা জিয়া নিজেই এ আসনে প্রার্থী হবেন বলে বিএনপি সূত্রে জানা যায়। এক্ষেত্রে তিনি যে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রার্থী হবেন তা নিঃসন্দেহ।

এ আসনের প্রার্থী নিয়ে আওয়ামী লীগ এবার সমস্যায় পড়তে পারে। কারণ এ আসনে একদিকে আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের একচ্ছত্র নেতা ও প্রার্থী জয়নাল হাজারিকে নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে। বিশেষ করে যাদের নানা কীর্তিকলাপের কারণে বিগত নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভরাডুবির দিকে ঠেলে দেয় বলে মনে করা হয় তাদেরই একজন হলেন জয়নাল হাজারি। তা সত্ত্বেও বিভিন্ন মামলা ও আইনি জটিলতার কারণে তিনি প্রার্থী হতে পারেন কিনা তা নিয়ে সংশয়-সন্দেহ রয়েছে। জয়নাল হাজারী আত্মগোপনে থাকলেও তার ক্লাস কমিটি এবং স্টিয়ারিং কমিটি এখনো সক্রিয় আছে। আগামী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এসব কমিটির নেতা-কর্মীদের নিয়ে হাজারী ফেনীর রাজনীতিতে ফিরে আসবেন। তবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আকরাম হোসেন হুমায়ুন এবং ঢাকা উত্তর যুবলীগের সভাপতি আব্দুল বাশার বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় গণসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে দু'জনেই তীব্র গ্রুপিং ও প্রভাব বিস্তারে লিপ্ত রয়েছেন।

মোঃ মোশারফ হোসেন

ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট

জেড এম কামরুল আনাম

এছাড়া বিশিষ্ট সাংবাদিক নেতা ইকবাল সোবহান চৌধুরীর নামও উচ্চারিত হচ্ছে। এ আসনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি প্রার্থীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হবে।

সরকারি দল বিএনপি ইতিমধ্যে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এক গ্রুপে আছেন প্রধানমন্ত্রীর ভাই মেজর (অব.) সাঈদ এস্কান্দার এমপি আর অপর গ্রুপে ভিপি জয়নাল এমপি ও মোশাররফ হোসেন এমপি। প্রকাশ্য কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে দুই গ্রুপই ফেনীতে বড় ধরনের শো-ডাউনের প্রস্তুতি নিচ্ছে

ফেনী-৩

সোনাগাজী উপজেলা নিয়ে গঠিত এ আসনে গত নির্বাচনে চারদলীয় জোট প্রার্থী হিসেবে বিএনপির মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন ৯৪ হাজার ৩২১ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের মাহবুবুল আলম তারা ৫২ হাজার ১১১ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। মোশাররফ হোসেন আগামী নির্বাচনে চারদলীয় জোট থেকে মনোনয়ন প্রার্থী। তবে কোন্দলের কারণে তার এবারের অবস্থান আগের মতো নেই। সোনাগাজী থানার বিএনপি সমর্থিত ৯ জন চেয়ারম্যান ইতমধ্যে তার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। কোন্দলের কারণে এলাকায় মোশাররফ হোসেনের গ্রুপটি অনেকটা কোণঠাসা অবস্থায় আছে। এ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে উচ্চপদস্থ এক সেনা কর্মকর্তার নামও শোনা যাচ্ছে। ওই কর্মকর্তা এলাকার বিভিন্ন উৎসবে-পার্বণে অংশ নিয়ে গণসংযোগ শুরু করেছেন। সোনাগাজীর প্রবীণ রাজনীতিবিদ, জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের সাবেক সভাপতি মাহবুবুল আলম তারা গত নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগে যোগ দিলেও এবার 'ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে' বিএনপি থেকে মনোনয়ন চাইবেন বলে জানা গেছে। এ আসনে আওয়ামী লীগ থেকে প্রবীণ নেতা সাবেক সাংসদ এ বি এম তালেব আলী প্রার্থী হতে পারেন। এছাড়াও মনোনয়ন পাওয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছেন যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মঞ্জুর আলম শাহীন, কেন্দ্রীয় শ্রমিক লীগ নেতা কামরুল আনাম এবং জেদ্দা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজি রহিম উল্লাহ। এদের মধ্যে সাবেক সাংসদ প্রবীণ নেতা তালেব আলীর মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *mvK‡j kb g¨v‡bRvi, mvßvwnK 2000 96-97 wbD B¯‹vUb †iwW, XvKv-1000, evsjv‡`k|*

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।